হয়তো অপেক্ষায়

যে বালক একদিন পোশাকহীন রাজাকে
দেখে বলেছিল--
এ রাজা ন্যাংটো। এ রাজা উলঙ্গ।
হাততালি দিয়ে পৃথিবীকে চড় মেরে
বলেছিল
তুমি মুর্খ। আলো দিয়ে অন্ধকার ঢাকতে
চাও
পাথরে বসত বানানোর চেষ্টা
নারীর নদীর মতো সব পাপ ধুয়ে দেয়
জলে,
এটাও বুঝলে না!
গায়ে কালি মেখে থাকো নির্বোধ অ
ানন্দে মশগুল।

হা, হা সে বালক আজ নিজেই রাজা
কুলুঙ্গিতে জমানো পয়সা বিলিয়ে দাও
দু-হাত তুলে
তার আর দরকার নেই।
খিদে-বাঁচিয়ে রেখে দেওয়া খুঁদকুড়ো হ
াওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে
করো আনন্দ-উদ্দাম।
গোকুলের মা ভাবে, এই বার মরা বুকে
বাণ ডাকবে।
ছেলেটা আমার দুধ বড় ভাল খায়।

যে বালক রাজাকে উলঙ্গ দেখেছিল।
সে-ই আজ রাজা।
পঁচাত্তর বছর বাদেও মারণ-ব্যাধি
যেমন ফিরে ফিরে আসে
গভীর আকাশের বিস্ফোরণ যেমন কে
ালে টেনে নেয়
আরও গভীর আকাশ
তেমনই এই রাজাকেও উলঙ্গ দেখার
জন্য
হয়তো অপেক্ষোয় আছে, অন্য কে
ানও বালক।

আনন্দ-তালিতে সে-ও বলে দেবে
এ রাজারও পোশাক নেই

পরমার্থপ্রতিম দাশ